বন্ধু , কিসের তরে অশ্রু ঝরে, কিসের লাগি দীর্ঘশ্বাস ।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস ।
রিক্ত যারা সর্বহারা সর্বজয়ী বিশ্বে তারা,
গর্বময়ী ভাগ্যদেবীর নয়কো তারা ক্রীতদাস ।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস ॥
আমরা সুখের স্ফীত বুকের ছায়ার তলে নাহি চরি
আমরা দুখের বক্র মুখের চক্র দেখে ভয় না করি ।
ভগ্ন ঢাকে যথাসাধ্য বাজিয়ে যাব জয়বাদ্য,
ছিন্ন আশার ধ্বজা তুলে ভিন্ন করব নীলাকাশ ।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস ॥
হে অলক্ষ্মী, রুক্ষকেশী, তুমি দেবী অচঞ্চলা ।
তোমার রীতি সরল অতি, নাহি জানো ছলাকলা ।
জ্বালাও পেটে অগ্নিকণা নাইকো তাহে প্রতারণা
টানো যখন মরণ-ফাঁসি বল নাকো মিষ্টভাষ ।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস ॥
ধরার যারা সেরা সেরা মানুষ তারা তোমার ঘরে ।
তাদের কঠিন শয্যাখানি তাই পেতেছ মোদের তরে ।
আমরা বরপুত্র তব যাহাই দিবে তাহাই লব,
তোমায় দিব ধন্যধ্বনি মাথায় বহি সর্বনাশ ।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস ॥
যৌবরাজ্যে বসিয়ে দে মা, লক্ষ্মীছাড়ার সিংহাসনে ।
ভাঙা কুলোয় করুক পাখা তোমার যত ভৃত্যগণে ।
দগ্ধ ভালে প্রলয়শিখা দিক্ মা, এঁকে তোমার টিকা,
পরাও সজ্জা লজ্জাহারা— জীর্ণকন্থা ছিন্নবাস ।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস ॥
লুকোক তোমার ডঙ্কা শুনে কপট সখার শূন্য হাসি ।
পালাক ছুটে পুচ্ছ তুলে মিথ্যে চাটু মক্কা-কাশী ।
আত্মপরের-প্রভেদ-ভোলা জীর্ণ দুয়োর নিত্য খোলা,
থাকবে তুমি থাকব আমি সমানভাবে বারো মাস ।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস ॥
শঙ্কা-তরাস লজ্জা-শরম চুকিয়ে দিলেম স্তুতি-নিন্দে ।
ধুলো সে তোর পায়ের ধুলো তাই মেখেছি ভক্তবৃন্দে ।
আশারে কই, ‘ঠাকুরানী, তোমার খেলা অনেক জানি,
যাহার ভাগ্যে সকল ফাঁকি তারেও ফাঁকি দিতে চাস ।’
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস ॥
মৃত্যু যেদিন বলবে ‘জাগো, প্রভাত হল তোমার রাতি’
নিবিয়ে যাব আমার ঘরের চন্দ্র সূর্য দুটো বাতি ।
আমরা দোঁহে ঘেঁষাঘেঁষি চিরদিনের প্রতিবেশী,
বন্ধুভাবে কণ্ঠে সে মোর জড়িয়ে দেবে বাহুপাশ—
বিদায়কালে অদৃষ্টেরে করে যাব পরিহাস ॥